বিভাগকে যদি প্র... বিভিন্ন পর্যায়ের শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা কষ্টকর। এইকারণে কেন্দ্রীভূ... গোষ্ঠীগুলিকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। এই অভিযোগ কল্পিত নয়। অভিজ্ঞরা বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দরুন আমেরিকায় প্রেষপ্রভাবী গোষ্ঠীগুলি খুবই সক্রিয়।

চতুর্থত, যে নীতি বা সিদ্ধান্ত যে এলাকার জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত তার পেছনে সেই এলাকার জনগণের অনুমোদন থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এই মৌলিক নীতিটিকে অস্বীকার করে। স্থানীয় জনসাধারণের অনুমতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। অনেক সময় দেখা গেছে যে এর ফলে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়, প্রশাসনে জটিলতা আসে।

পঞ্চমত, কেন্দ্রীভবনের ফলে প্রশাসনের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয়বিধ প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিচালনা করতে হয়। প্রশাসন দিনের পর দিন জটিল ও ভারবহুল হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় একটিমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষে যাবতীয় কাজকর্ম সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

বিকেন্দ্রীকরণকে উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য আহ্বান জানানো হয়। বর্তমানে প্রশাসনকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা বহু রাষ্ট্র নিচ্ছে।

(৪) বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)

বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Decentralisation)

জনপ্রশাসনের একটি বড়ো সমস্যা—প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কাজের যথাযোগ্য বিভাজন সুনিশ্চিত করা ও এই বিভাজন এমন হবে যাতে মিতব্যয়িতা ও কর্মদক্ষতা উভয়ই অর্জন করা যায়। ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ নীতি এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হলেও কার্যত সমাধান পুরো হয়নি। প্রশাসনের কোন্ পর্যায় কী কাজ করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ করে উঠতে পারেনি। নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ নীতি করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রশাসনের অনেক ছাত্রছাত্রীর ধারণা ক্রমপর্যায়ী নীতি ও কেন্দ্রীভবন একদিকে যেমন প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনের বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি শৃঙ্খলা আনতে পারবে। কিন্তু অনেকে এই চিন্তাধারার সঙ্গে একমত নন। ক্রমপর্যায়ী নীতির বিরোধিতা না করলেও কেন্দ্রীকরণ মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বলেন প্রশাসনিক সমস্যা মীমাংসার একমাত্র উপায় হল বিকেন্দ্রীকরণ। বিভিন্ন সময়ে বহু জনপ্রশাসনবিদ, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও পন্ডিত ব্যক্তি কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। সাধারণ ভাষায় বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া। জনপ্রশাসনে এর ব্যাপক অর্থ আছে। **প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে কোনো একটি বিশেষ স্থানে বা কেন্দ্রে বন্দি বা সীমাবদ্ধ করে না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করে দেওয়ার নাম বিকেন্দ্রীকরণ।** বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধভাবে ক্ষমতা ভাগ করা প্রয়োজন এবং তা করা হলে বুঝতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রশাসনিক ক্ষমতা যদি মাত্রাতিরিক্তরূপে একটিমাত্র জায়গায় পুঞ্জীভূত হয় তাহলে প্রশাসনে জটিলতা দেখা দেবে। সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধ কথা দুটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ যে-কোনো ভাবে ক্ষমতাকে নানা কেন্দ্রে বিভক্ত করার নাম বিকেন্দ্রীকরণ নয়। আইন বা সংবিধান অনুসরণ করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতাকে দেশের নানা অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করার নাম বিকেন্দ্রীকরণ, এবং

অঞ্চলগুলিও গঠিত হবে কতকগুলি নীতির ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় রাজনীতির ব্যবস্থা ও প্রশাসন উভয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন এবং এই বিভাজনের পেছনে বিভাজিত অংশসমূহের সমর্থন থাকবে।

বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Decentralisation)

প্রথমত, সমাজ গতিশীল বলে এর অগ্রগমনের সঙ্গে নতুন ক্ষমতার উদ্ভব হয়। সরকারের প্রশাসনিক শাখা নতুন নতুন ক্ষমতার মোকাবিলা করে উঠতে পারে না এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতির নিরসন করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। প্রশাসনিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রশাসন বিভাগের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় বলে প্রশাসনবিদরা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। প্রায় একশতক কাল আগে প্রশাসনের কলেবর এই অবস্থায় ছিল না বলে বিকেন্দ্রীকরণের কথা কেউ গুরুত্বসহকারে ভাবেননি। আজকের দিনে অবস্থার এমন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে যে কেন্দ্রীকরণকে লোকে প্রশাসনের নীতি বলে স্বীকার করতে চাইছেন না। তা ছাড়া প্রয়োগিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্ম অতীতের তুলনায় আজ অনেক বেড়ে গেছে। সাধারণ প্রশাসনের পক্ষে এই ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এর সমাধান করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে প্রচলিত সাবেকি যুক্তি হল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জাতীয় স্বার্থ এর ফলে বিঘ্নিত হবে। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রশাসনকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে রাখা কল্যাণজনক। ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের ফলে জাতীয় স্বার্থ কতখানি সুরক্ষিত হবে তা বিচার ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং এই বিরোধ দীর্ঘায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংকট দেখা দেবে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের সমর্থকরা এই সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে বলতে চান যে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকৃত করার অর্থ এই নয়, সংঘর্ষকে আমন্ত্রণ জানানো। বরং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে গেলে প্রশাসনব্যবস্থা যে কেবল সুষ্ঠু হয় তা নয়, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিধিও ব্যাপক আকার ধারণ করে। জনপ্রশাসনের সঙ্গে জনগণের পরিচিত হওয়ার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ বেড়ে যায়। জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটে এবং এর সুরক্ষার জন্য নিজেরাই সচেষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ওপর থেকে উত্তেজনা ও চাপ খানিক পরিমাণে হাল্কা হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, যে-কোনো সমস্যাকে সাধারণীকরণ করে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আনা খুব সহজ হলেও সমস্যার মীমাংসা কিন্তু তাতে হয় না। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মোকাবিলা করতে হলে প্রশাসনকে আঞ্চলিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। যে-কোনো জাতীয় নীতির সফল রূপায়ণ নির্ভর করে সেই নীতি আঞ্চলিক প্রয়োজন কতখানি মেটাতে পেরেছে এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যবিধান করে চলার ক্ষমতা আছে কিনা। সেইজন্য বলা হয়েছে : the success of the national determination depends upon the successful adaptation of administration to peculiarities of all these problem areas. The effectiveness of the whole plan cannot be divorced from the success or failure of its application in all the regions which make up the total problem. এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলির সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্কযুক্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কেবল কেন্দ্রীয় বিভাগের আইন পর্যাপ্ত নয়। যেমন ভূমি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বনসৃজন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন বা কৃষিকাজের আধুনিকীকরণ। এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতা না থাকলে রূপায়ণ সম্ভব হবে না। আর জনগণকে স্থানীয় বিষয়গুলির সামিল করার প্রকৃষ্ট উপায় হল বিকেন্দ্রীকরণ।

এইসব কারণে জনপ্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার দাবি বিভিন্ন দেশে আজ খুবই সোচ্চার। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীকরণের দাবি সরকার আদৌ উপেক্ষা করতে পারেন না। এমনকি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার খাতিরে জনপ্রশাসনকে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে। যে-কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুখ্য প্রশাসকরা অতিরিক্ত ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্রে ভাগ করে দেন। উন্নয়নশীল দেশেও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দিনের পর দিন বাড়ছে।

বিকেন্দ্রীকরণের পথে বাধা : বিকেন্দ্রীকরণের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল ঐতিহ্য ও মানসিকতার অভাব। প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকৃত করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশাসকরা মানসিক দিক থেকে তৈরি থাকবেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষমতা এক জায়গায় পুঞ্জীভূত করে রাখার মানসিকতা অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ করে উন্নয়নশীল

দেশে এই প্রবণতা প্রকট। অতিরিক্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ এর জন্য দায়ী। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহ্য বহু রাষ্ট্রে গড়ে ওঠেনি। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অগ্রসর হলে প্রাথমিক অবস্থায় বাধা আসবে। বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা উপলব্ধি করার মতো দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার অর্থাৎ প্রশাসক অবশ্যই উদার হবেন। ঐতিহ্য ও মানসিকতার অভাবে বিকেন্দ্রীকরণকে কার্যকর করা যায় না। বহু উন্নয়নশীল বা পশ্চাদপদ দেশে বিকেন্দ্রীকরণের গতি অত্যন্ত মন্থর। প্রধান কারণ বিকেন্দ্রীকরণের উপকারিতা বোঝার মতো মানসিক পর্যায়ে জনসাধারণ উপস্থিত হয়নি।

কেবল বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্যই বিকেন্দ্রীকরণ নয়। বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা আবশ্যক। এখানে সমন্বয়সাধনের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। কোনো বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানকে যদি অতিমাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় আনা যায় এবং বিকেন্দ্রীকৃত এককগুলির মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয় না থাকে তাহলে সমস্ত সংগঠন সংকটের মধ্যে পড়বে। সংগঠন বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হবে। অত্যধিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসনের মধ্যে বৈপরীত্য ও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বিভিন্ন এককের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া এই নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করা যায় না। তা ছাড়া এমন অনেক জাতীয় নীতি আছে যেগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণের অন্তর্ভুক্ত করলে সফল রূপায়ণ সম্ভব হয় না। তা সত্ত্বেও বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য এবং একই সঙ্গে দরকার সমন্বয় সুনিশ্চিত করা। বিভিন্ন এককের মধ্যে যোগাযোগ রাখলে চলবে না বিরোধ দেখা দিলে সমন্বয়সাধনকারী সংস্থা তা মিটিয়ে ফেলবে। বলা বাহুল্য, অনেক দেশে এই সমন্বয়সাধন ব্যবস্থা খুব আশানুরূপ নয়। বিকেন্দ্রীকরণ ও সমন্বয়সাধন পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকৃত হলেও এর উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে বহু প্রেষপ্রভাবী গোষ্ঠী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি থাকেন যাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নিজ নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে প্রশাসনকে নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের লক্ষ্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের উপকার সাধন নয়। স্থানীয় প্রশাসন আধিকারিকের হাতে ক্ষমতা থাকলেও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে তাঁরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। জাতীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী দলের আঞ্চলিক শাখা বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনকে নিজেদের কাজে লাগায়। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশে এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় স্থানীয় প্রভাব এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাতীয় সরকারের প্রশাসকদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং জাতীয় নীতি বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে উপস্থিত হয়। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয় বলে আমরা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল সবসময় দেখতে পাই না।

বিকেন্দ্রীকরণের সাধারণ অর্থ হল প্রশাসনকে বিভক্ত করা। প্রশাসনিক কাজ একজন ব্যক্তির দ্বারা হত, এখন তার স্থলে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। কুশলী কর্মচারী যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যায় তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ সফল হতে পারে না। শুধুমাত্র কাগজে কলমে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করলেই চলবে না, দেশের সুদূরতম অঞ্চল পর্যাপ্ত বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থার প্রভাব গিয়ে পড়ছে কিনা এবং জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে কিনা তাও দেখা দরকার। কুশলী কর্মচারী ছাড়া অর্থের অভাবও বিকেন্দ্রীকরণের পথে অন্য একটি বাধা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে যেখানে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন পাওয়া যায় না সেখানে জনগণকে প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের পথে পা বাড়ানো হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। পর্যাপ্ত অর্থ ছাড়া প্রশাসন ও এর ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ চালানো সম্ভব নয়। সেইজন্য অনেক দেশে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করা হয় না।

বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন (Decentralisation and Development)

একটিমাত্র কেন্দ্রের ওপর প্রশাসনিক ভার যাতে কেন্দ্রীভূত না হয় এবং জনসাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উন্নত দেশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য এই হলেও একটি বাড়তি কাজ বিকেন্দ্রীকরণের ঘাড়ে এসে চেপেছে। বিকেন্দ্রীকরণকে প্রশাসনের প্রকোষ্ঠ থেকে এনে আর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে। জাতীয় স্তরে উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হয় সেগুলির সার্বিক সাফল্যের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশে দেখতে পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন স্তরের আধিকারিকরা উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত। তাঁরা জনসাধারণকে প্রযুক্তিগত কলাকৌশল এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সাহায্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেন। উন্নয়নের অর্থই হল আত্মনির্ভরশীল

হওয়া। দারিদ্র্য এবং সবরকম পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি মানুষকে উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে। ভারতবর্ষে উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি আমরা লক্ষ করি। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রসংঘের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য কেবল কর্মদক্ষতা অর্জন করা নয় নৈপুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা (go beyond the achievement of mere efficiency,... purposes are to develop skills in community work in groups)[১]। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অতীতেও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ছিল। কিন্তু সমাজের সার্বিক বিকাশসাধনে সেই প্রশাসনের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। অতীতের বিকেন্দ্রীকরণ কেবল রাজনীতিক ও কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীকরণকে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট করে ফেলা হল। এটাই উন্নয়নশীল দেশের বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়নের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। জনপ্রশাসনকে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। গ্রামের জনসাধারণ প্রতিনিধির মাধ্যমে জনপ্রশাসনে অংশগ্রহণ করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পিত। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পঞ্চায়েতকে উন্নয়নমুখী করার উদ্দেশ্যে সংবিধানও সংশোধিত হয়েছে। প্রশাসনের চেয়ে উন্নয়মূলক কাজই পঞ্চায়েতকে অনেক বেশি পরিমাণে করতে হয়। সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্থানীয় প্রশাসনের আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং এরা উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত।

বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত থাকলেও উন্নয়ন প্রকল্প যে খুব বেশি সাফল্য লাভ করেছে তা নয়। উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য ও মূলধন পাওয়া গেলেও সেগুলির সদ্ব্যবহার সর্বত্র হয়নি। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমষ্টি উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনভিজ্ঞতার দরুন, গ্রামের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি। তা ছাড়া রাজনীতিক দলাদলি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ দুই সফল হবে এমন কোনো কথা নেই।

উপসংহার

বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে আমরা যুক্তি দেখালেও একে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া ও বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে অনেক বাধা আছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ মানে প্রশাসনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া যাতে করে তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু যাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল তারা সেই ক্ষমতার প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা ও ক্ষমতার ভার বহনের সামর্থ্য আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা কবির কথা স্মরণ করতে পারি : "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"। বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মানুষকে আগে এর উপযোগী করে তুলতে হবে। তদুপরি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ মানে রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডারের ওপর বাড়তি বোঝা চাপানো এবং সেই বোঝা বহনের ক্ষমতা যদি সরকারের না থাকে তাহলে জনগণের ওপর করের বাড়তি বোঝা চাপানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিকেন্দ্রীকরণের সওয়ালকারীগণের এদিকটিও গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। আরেকটি দিকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য অংশের সংঘাতের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যে বা কেন্দ্রে একদলের সরকার এবং অঞ্চলগুলির কোনো কোনোটিতে অন্যদলের সরকার স্থাপিত হলে উভয়প্রকার সরকারের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা ভাববাদীরা বা ইউটোপীয় চিন্তাবিদরা উড়িয়ে দিলেও বাস্তবপন্থীরা উড়িয়ে দিতে পারেন না। এটি বিকেন্দ্রীকরণের বড়ো মাপের গলদ বলে আমরা মনে করি। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা বিকেন্দ্রীকরণকে স্বাগত জানাই কারণ আমরা গণতন্ত্রপ্রেমী ও বিকেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার একমাত্র উপায়।

---

১. Coordination is a process of harmonisation of the activities of different parts of an organisation with a view to achieving the goals of the organisation, Mohit Bhattacharyya : *Public Administration*, p. 151.